তারিখ 13 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

দৈনিক
ইত্তেফাক

বগুড়ার আযিযুল হক কলেজের তিন ছাত্র হল ৮ বছর বন্ধ

■ জি এম সজল, বগুড়া অফিস

ছাত্র সংঘাতের জেরে প্রায় ৮ বছর আগে বন্ধ হওয়া বগুড়ার সরকারি আযিযুল হক কলেজে ছাত্রদের আবাসিকহলগুলো খুলে দেয়া হয়নি আজো। ফলে বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার ছাত্র ব্যক্তি মালিকানাধীন ছাত্রাবাসগুলোতে থাকতে গিয়ে পড়ছেন সীমাহীন দুর্ভোগে। দিনের পর দিন বন্ধ থাকার ফলে একসময় শিক্ষার্থীদের হই হুল্লোড়ে প্রাণোচ্ছল থাকা এই কলেজের ছাত্রদের তিনটি আবাসিক হল হয়ে পড়েছে নিশ্চুপ নির্জীব। কলেজ কর্তৃপক্ষ বলছে, বন্ধ ঘোষণার পর প্রহরী-কর্মচারী সরিয়ে নেয়ায় গত কয়েক বছরে দরজা-জানালাসহ হলগুলোর কোনো কিছুই চুরি করতে বাদ রাখেনি দুর্বৃত্তরা। সে কারণে বড় ধরনের সংস্কার ছাড়া এগুলো ছাত্রদের জন্য খুলে দেয়া আপাতত সম্ভব নয়। আর শিক্ষার্থীরা বলছেন, প্রতি বছর আর আশ্বাস নয়, তারা চান অবিলম্বে এই হলগুলোকে করা হোক তাদের বসবাসের উপযোগী।

হল দখল করাকে কেন্দ্র করে কলেজে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির কর্মীদের সংঘর্ষের জেরে ২০০৯ সালের ২০ ডিসেম্বর কলেজের তিতুমীর, শের-ই-বাংলা ও আকতার আলী মুন হল বন্ধ করে দেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। এরপর পরিস্থিতি শান্ত হলেও তালাবদ্ধই থেকে গেছে ছাত্রদের এই হলগুলো। আর সেগুলো চালু করা হয়নি। ছাত্রদের এই তিনটি হলে মোট ২৪০টি সিট বরাদ্দ রয়েছে। কলেজের কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানান, ২০০৯ এর পর থেকেই পরিস্থিতি ভিন্ন। কলেজে প্রকাশ্য কোনো সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড নেই ছাত্রশিবিরের তারপরও ছাত্রাবাসগুলো খোলা হয়নি। ফলে বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এতে একদিকে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি বেড়েছে, অন্যদিকে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের ভবন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে চুরি হয়ে গেছে দরজা-জানালা। ভবনের দেয়াল ফেটে জন্মেছে পরগাছা। হল বন্ধ থাকায় দূরের ছাত্রদের জন্য ভারি হয়েছে ভোগান্তি। আর এ অবস্থায় হলের দেয়ালজুড়ে ঠাঁই নিয়েছে আগাছা, আশপাশে গড়ে উঠেছে মাদকসেবীদের নিরাপদ আখড়া।

কলেজ সূত্র জানায়, প্রতিবছর স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষ ভর্তি নির্দেশিকায় ছাত্রদের জন্য তিনটি হল (ছাত্রাবাস) থাকার কথা প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু হলের সুবিধা পাচ্ছে না ছাত্ররা। কলেজে প্রায় ৪৪ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র। আবার এই ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন বগুড়ার বাইরের জেলা থেকে এখানে ভর্তি হয়। কলেজের হল বন্ধ থাকায় এসব ছাত্র কলেজের আশপাশে বিভিন্ন ছাত্রাবাসে থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যায়। কলেজে এত শিক্ষার্থীর বিপরীতে আবাসনব্যবস্থা একেবারে নগণ্য। ৩টি হলে মাত্র ২৪০টি আসন। কিন্তু এর বিপরীতে হলে থাকত প্রায় ৩ গুণ ছাত্র। এখন হল বন্ধ থাকায় বাড়তি খরচ

> চুরি হয়ে গেছে দরজা-জানালা, আস্তর খসে পড়ছে, গজিয়েছে গাছ, পরিণত হয়েছে মাদকসেবীদের আখড়ায়

জোগাতে হিমশিম খাচ্ছেন অনেক অভিভাবক।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ছাত্র হল খুলে দিলে সংঘাত হবে এমন অজুহাত তুলে ৮ বছর আগে বন্ধ হল খুলতে দিচ্ছেন না অধ্যক্ষ। এ ব্যাপারে বারবার বিগত এবং বর্তমান অধ্যক্ষকে অনুরোধ জানালেও হল খুলে দেওয়ার ব্যাপারে তারা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। আর এ অবস্থায় তীব্র আবাসন সংকটে পড়েছে আবাসিক ছাত্ররা। অভিযোগ রয়েছে, কলেজ ক্যাম্পাস ঘিরে চারপাশে গড়ে উঠেছে ছোট-বড় এক হাজারের বেশি ছাত্রাবাস। অনেক ছাত্রাবাস এবং ছাত্রীনিবাসের মালিক এই কলেজের কয়েকজন শিক্ষকও। এছাড়াও রাজনৈতিক দলের ছাত্রনেতারা ও কলেজ কর্তৃপক্ষের একটি অংশ এই ছাত্রাবাস নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রতি মাসে বিপুল পরিমাণ টাকা আয় করছে তারা এসব ছাত্রাবাস থেকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের দর্শন বিভাগের এক ছাত্র বলেন, হল বন্ধ থাকায় কলেজের পাশে জহুরুল নগরে ছাত্রাবাসে থাকছি চার বছর যাবৎ। সেখানেও গাদাগাদি করে থাকতে হয়। একটু আরামে থাকতে চাইলেই গুণতে হয় বাড়তি টাকা। নিরাপত্তাহীনতা তো রয়েছেই, চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের অত্যাচারও সহ্য করতে হয়। লতিফুল, মিশুক, আনোয়ার, শোয়েব নামের কয়েকজন ছাত্র বলেন, ছাত্রাবাসের জীবন যে কতটা কষ্টের, তা বলে বোঝানো যাবে না। বর্ষায় ঘরে হাঁটুপানি। পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সমস্যা তো রয়েছে। এরপর প্রতি মাসে এলাকার সন্ত্রাসী ও ছাত্রনেতাদের চাঁদা দিতে হয়। তাদের কথায় পড়ার বদলে রাজনৈতিক সভা সমাবেশে যেতে হয়। নইলে কপালে জোটে চড়-থাপ্পড় সবকিছু মেনে নিয়ে শিক্ষা জীবনটা শেষ করে এখান থেকে যেতে পারলেই হয়।

শহরের পুরান বগুড়া, শেরেবাংলা নগর, জহুরুল নগর, কামারগাড়ি, জামিলনগর, সবুজবাগ, সেউজগাড়ি, সুলতানগঞ্জপাড়া, ফুলবাড়ী ও বৃন্দাবনপাড়ায় গড়ে উঠেছে এক হাজারের বেশি মেস। ছোট ছোট কক্ষে চৌকি ফেলে করা হয়েছে একেকটি সিট। কোনো পড়ার টেবিল নেই। নেই রান্নাবান্না ও ভালো স্যানিটেশন ব্যবস্থা।

বগুড়া সরকারি আযিযুল হক কলেজের অধ্যক্ষ সামস উল আলম জয় বলেন, 'সংঘাত-হানাহানি হওয়ার আশঙ্কা থেকে সেসময় হলগুলো তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। হল বন্ধের পর প্রহরী না থাকায় দুর্বৃত্তরা তালা ভেঙে দরজা-জানালা থেকে শুরু করে হলগুলোর সব কিছুই চুরি করে নিয়ে গেছে। ইচ্ছা থাকলেও সংস্কার ছাড়া ৩টি হলেরর কোনোটিই খোলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আমি যোগদানের পর নতুন করে বোর্ড কাউন্সিলে সভা করে হল খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার আগে ভবনগুলো মেরামতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। এ কারণে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে অর্থের চাহিদা দেওয়া হয়েছে। অর্থ পাওয়া গেলে প্রতিটি হল মেরামত করে নতুন করে চালু করা হবে।'

প্রসঙ্গত, উত্তরাঞ্চলের অন্যতম এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে একাদশ থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত প্রায় ৪৪ হাজার নিয়মিত-অনিয়মিত শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন।